http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প, বাংলাদেশ
সংবাদ পরিক্রমা

সংখ্যা ৪/ জানু-আগস্ট ২০১২

বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে – জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন

মন্ত্রিসভায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদন বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি নতুন যুগের দ্বার উন্মোচন করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, সারা বাংলাদেশে (নীচের ছবিতে যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের মতো) শিক্ষানবিসদের জন্য এটি একটি বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এই নীতিমালার মধ্যে রয়েছে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ), যার মাধ্যমে মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়টি নিশ্চিত হবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে দক্ষতা উন্নয়ন অপরিহার্য। দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর পথ তৈরি হবে। বর্তমানে প্রচলিত দক্ষতা প্রশিক্ষণকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং একটি একক নিয়ন্ত্রক কাঠামোর মধ্যে থেকে সমন্বিত ও একীভূত লক্ষ্যে চলার পথ এই নীতিমালায় দেখানো হয়েছে।

এই সংখ্যায় আরও থাকছে

জেন্ডার সমতার জন্য জাতীয় কৌশল ৩

ইউরোপীয়ন পার্লামেন্ট সদস্যদের পরিদর্শন ৫

আইএলও দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশ বান্ধব চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করছে ৬

ঢাকায় গর্বিত তরুণী শিক্ষার্থীরা মোটরসাইকেল মেকানিক হতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২ ©

International Labour Organization

European Union

এই সংখ্যায়

সূচিপত্র

২ টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের একজন সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

৩ বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে জেন্ডার সাম্য অগ্রাধিকার দেয়ার জাতীয় কৌশল

৪ তরুণ মোটরসাইকেল মেরামতকারীদের সহায়তা করা

৫ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের সাক্ষাৎ

৬ আইএলও দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশ বান্ধব চাকরি সৃষ্টি করছে

৭ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

৮ পর্যটন এখন কেন্দ্রবিন্দুতে

৯ জাপানের সাফল্যের গোপন রহস্য বাংলাদেশে

১০ শিক্ষার্থীদের উপার্জন, শিক্ষা ও সাফল্য

১১ অংশীদারদের ওপর আলোকপাত: বাংলাদেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) অর্থায়নে পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পের পরিচিতি

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প কী?

১৩৬ কোটি টাকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সংস্কার প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া একটি উদ্যোগ, যা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিচালনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) ও জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) সরকারের বাস্তবায়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

এ প্রকল্প মনে করে যে, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বিদ্যালয়কেন্দ্রিক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা কমাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য আরো বেশি সংখ্যক মানুষের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) গ্রহণ করা দরকার যা কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে।

টিভিইটি সংস্কার, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা নিশ্চিত করবে। শ্রমিকদের, বিশেষত নারী, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতির জন্য তাদের দক্ষতার উন্নয়ন অপরিহার্য।

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের একজন সদস্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া:

অগাস্টিনা ডিয়াজ হলেন প্রকল্পের জ্যেষ্ঠ সহকারী। তিনি সবসময় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সব কিছুকে শৃংখলিত রাখতে সাহায্য করেন।

আপনি একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা এবং খুব অল্প বয়সে আপনার বিয়ে হয়, তারপরও আপনি পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং একটি সফল কর্মজীবনে এগিয়ে চলেছেন। আপনার গল্পটি আমাদের বলুন:

আমার জন্ম দিনাজপুরে। বাংলাদেশের অনেক খ্রিস্টান মেয়ের মতো আমারও খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়। কিন্তু পড়ালেখা শেষ করার ব্যাপারে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। বাংলাদেশে নারীদের শিক্ষা অর্জন এবং একটি কাজ পাওয়া শুধু তাদের ব্যক্তি জীবনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং একইসঙ্গে এর মাধ্যমে দেশের উন্নয়নেও নারীরা উল্লেখযোগ্য

প্রতিটি দেশেই নারীরা পারিবারিক জীবন ও কর্মক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখা নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হয়, কিন্তু আপনি যদি একাগ্র হন তাহলে দুটোর মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্য নিয়ে আসা যায়।

আপনার পারিবারিক জীবন নিয়ে আমাদের কিছু বলুন:

আমার পরিবারের ঘনিষ্টজনেরা এখন ঢাকায় থাকেন। তবে দিনাজপুর ও নোয়াখালীতে আমাদের গ্রামের বাড়ি। আমার আছে খুবই সাহায্যকারী একজন স্বামী, একটি কিশোর ছেলে ও ফুটফুটে একটি কন্যা যার বয়স সবে দুই বছর হলো।

আইএলওতে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো জিনিসটি আপনাকে বেশি আকর্ষণ করেছে?

আমাদের অফিসে সত্যিকার অর্থে একটি ভাল টিম আছে এবং আমরা এমন একটি প্রকল্পে কাজ করছি যা বাংলাদেশের জন্য আসলেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীর অনেকের ভবিষ্যত নিশ্চিত করার জন্য কারিগরী শিক্ষা মূল চাবিকাঠি এবং আমাদের দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করছে এমন একটি প্রকল্পে কাজ করতে পেরে আমি খুবই ভাগ্যবান মনে করছি।

একটি গ্রামীণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীরা। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২ ©

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে জেন্ডার সাম্য অগ্রাধিকার দেয়ার জাতীয় কৌশল

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ নারী, যারা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভানাময় দক্ষ শ্রমশক্তি। সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) ইন্সটিটিউটগুলোতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় একটি জেন্ডার সাম্য কৌশলপত্র তৈরির মাধ্যমে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের বিস্তারিত কার্যক্রমের একটি অংশ এই কৌশলপত্র। জেন্ডার সাম্যের এই কৌশলপত্র তৈরিতে ২০১২ সালের প্রথম প্রান্তিকে আমরা দুটো বড় অগ্রগতি দেখেছি।

জানুয়ারিতে, একটি জাতীয় কর্মশালা হয়েছে, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের বড় ধরনের উপস্থিতি ছিল। কর্মশালায় কয়েক সপ্তাহ ধরে এই বিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়। পরামর্শ সভার ফলাফল এবং নারীরা টিভিইটিতে বর্তমানে কি ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে সে বিষয়ে আরও মতামত জড়ো করা হয়। কর্মশালায় সংগৃহীত পরামর্শ ও পরামর্শ গ্রহণ প্রক্রিয়ার পুরো পর্যায় জুড়ে পাওয়া বিভিন্ন মতামত মার্চে জাতীয় কৌশলপত্রের খসড়ায় তুলে ধরা হয়।

কৌশলপত্রে একটি সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত পেশায় নারীর ভূমিকার প্রতি পরিবার, গোষ্ঠী, নিয়োগদাতা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন আনা, শ্রম বাজারের চাহিদা ও বাজারে প্রচলিত শ্রমদক্ষতার মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ এবং জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ বজায় রাখার মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি গোলটেবিল আলোচনায় এই কৌশলপত্রটি উপস্থাপন করা হয়, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। খসড়া এই নীতিকে সবাই স্বাগত জানায় এবং বলা হয় এটি একটি সমন্বিত খসড়া নীতিমালা যেখানে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সমাধানের জন্য।

আমরা নারী ও পুরুষের সংখ্যায় সমতা আনার বিষয়ে বলছি, পাশপাশি উভয়ের আরো ভালো করার জন্য দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাম্য ও বৈচিত্র্যের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিতে বলছি। আমরা সুযোগ এবং অধিকারের বিষয়ে সমতা ও জেন্ডারের ভারসাম্যের বিষয়ে কথা বলছি।– *ড. জ্যোতি তুলাধর, আন্তর্জাতিক জেন্ডার বিশেষজ্ঞ*

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ এখন এই সিদ্ধান্ত আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আগামী ইস্যুতে তাদের অগ্রগতির বিষয়ে আরো জানবো বলে আমরা আশা করছি। কর্মশালার প্রবন্ধ বা খসড়া কৌশলপত্রের অনুলিপি সংগ্রহে আমাদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তরুণ মোটরসাইকেল মেকানিক গড়ে তোলার জন্য আইএলও এবং ইউসেপ-এর যৌথ উদ্যোগ: ঢাকায় সুবিধাবঞ্চিত যুবক-যুবতীদের জন্য মোটরসাইকেল মেরামত কোর্সের উদ্বোধন

মিরপুরে ইউসেপ কেন্দ্রে শিক্ষানবিসরা। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২ ©

বিশ্বে তরুণদের বেকরত্বের হার রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে এই হার বাড়তেই থাকবে। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে আর্থিক বিচারে কর্মক্ষম ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী ৬২ কোটি যুবকের মধ্যে আট কোটি ১০ লাখ যুবক বেকার এবং আইএলওর সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এটা এ পর্যন্ত সর্বকালের সর্বোচ্চ সংখ্যা।

উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোতে বিশ্বের তরুণ জনগোষ্ঠীর ৯০ শতাংশের বাস। বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কাছে যুব সমাজ অনেক বেশি অসহায়। ২০০৮ সালে বিশ্বের যুব কর্মীদের প্রায় ৩০ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছিল, কিন্তু বাকিদের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়েছে, যাদের পরিবারে মাথাপিছু আয় ছিলো দিনে ১.২৫ ডলারের নীচে।

বাংলাদেশে তরুণদের বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়ার সমস্যার সমাধান সহজ নয়, তবে বাংলাদেশ সরকার ও আইএলও আশা করছে দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে এই পরিসংখ্যানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হবে। আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেনস এডুকেশন প্রোগ্রামের (ইউসেপ) সহযোগিতায় পরিচালিত টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পে সম্প্রতি একটি শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে যা ঢাকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউসেপ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) আফতাব উদ্দীন আহমেদ বলেন, "বাংলাদেশের একটি বিশাল শ্রমশক্তি আছে কিন্তু তাদের বেশিরভাগেরই আনুষ্ঠানিক যোগ্যতা বা শিক্ষার ঘাটতি রয়েছে। আমাদের অনেক অনানুষ্ঠানিকভাবে দক্ষ শ্রমশক্তি আছে; ফুটপাতের দিকে তাকান, দেখবেন সেখানে গাড়ি, মোটর সাইকেল থেকে শুরু করে টেলিভিশনের মতো যন্ত্রপাতি সারানো হচ্ছে, কিন্তু আমাদের আরো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার যেখানে এই দক্ষতাগুলোর স্বীকৃতি ও সনদ দেয়া সম্ভব। দক্ষতার উন্নয়নই সমাধানের পথ এবং সরকার একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে।"

ফিতা কাটার আগে দেয়া বক্তব্যে ইউসেপ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন ড. ওবায়দুর রব বলেন, "বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে, আমাদের কার্যকর দক্ষতা প্রশিক্ষণের সুযোগ দরকার যা কর্মসংস্থানের পথ দেখাবে। আগামী চার বছরে ইউসেপের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতি বছর ১০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেয়া।"

এই কর্মসূচিটি নমনীয় শিক্ষানবিশ মডেলের পরীক্ষামূলক প্রথম কোর্স। মন্ত্রিসভায় সম্প্রতি অনুমোদিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালার একটি অংশ এটি। এই নীতিমালায় একটি শ্রমবাজার-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার এটি প্রণয়ন করেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের ঢাকায় আইএলও/ইউসেপ পাইলট কর্মসূচি পরিদর্শন

সম্প্রতি, টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের এপ্রেন্টিস পাইলট মোটরসাইকেল সার্ভিস মেকানিকস কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের সাফল্যের গল্প শোনানোর সুযোগ পায় সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে। দ্য ডেলিগেশন ফর রিলেশন উইথ সাউথ এশিয়ার সদস্যদের সফরসূচিতে আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেনস এডুকেশন প্রোগ্রামস (ইউসেপ) পরিদর্শনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে পইলট কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে।

মিরপুরে ইউসেপের কারিগরি বিদ্যালয়ে এটি ছিল একটি সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন। কিন্তু পার্লামেন্ট সদস্যদের দেখানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল যে, বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে তহবিলের যোগান দেয়া কতটা অর্থপূর্ণ। ইউসেপে আসা সব শিক্ষার্থী সুবিধাবঞ্চিত এবং তাদের অনেকেরই অতীতের গল্প হৃদয়বিদারক। কিন্তু কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শেষে তারা এখন একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে এবং সম্মানজনক কাজে অংশগ্রহণের জন্য সামর্থ্যবান মনে করছে।

ইউসেপ শিক্ষার্থীদের সাথে ইইউ এর অথিতিরা কথা বলছেন। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২ ©

বিশেষ করে রাবেয়া, ফারজানা, হালিমা, বৃষ্টি ও পিঙ্কি তাদের গল্পগুলো বলতে গর্ববোধ করে; এই পাঁচ কন্যা আগে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ছিলো। এখন তারা মোটরসাইকেল সার্ভিস মেকানিক হয়েছেন, যা বাংলাদেশে নারীদের জন্য একটি অপ্রচলিত পেশা হিসেবে জেন্ডার বিষয়ক প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে। ফারজানা আক্তার পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন। তার বয়স ১৬ বছর। তিনি কারচুপি নামের হাতের কাজের অনানুষ্ঠানিক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজে এই কারচুপির কাজ করতে হতো। এখন তিনি একজন দক্ষ শ্রমিক হয়ে উঠছেন এবং তার কাজের সুযোগের পরিধি বাড়ছে।

প্রতিনিধি দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাউথ এশিয়া ডেলিগেশনের ভাইস চেয়ার টমাস মান, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড কমিটির নিকোলো রিনালদি, ইন্ডাস্ট্রি-রিসার্চ কমিটির সালভাদোর সেদো আই এলাবার্ট এবং ইকনোমিক ও মনিটারি অ্যাফেয়ার্স কমিটির সালাভি বিনেভ।

দক্ষিণ এশিয়াকে সবুজকরণ

বাংলাদেশের উন্নয়নে জ্বালানি নিরাপত্তা একটি মৌলিক সমস্যা। গ্যাসের সঙ্কট এরই মধ্যে অনেক শিল্পে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এবং দেশের গ্যাস-মজুদের পরিমাণ খুবই অনিশ্চিত একটি অবস্থানে আছে। অনেক এলাকায় এখনো কয়লা, কেরোসিন ও লাকড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবেশগত ঝুঁকি বহন করে। আইএলওর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার নবায়ন-অযোগ্য জ্বালানি খাতের থেকে দৃষ্টি পরিবর্তন করে টেকসই জ্বালানি উৎসের, নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপর গুরুত্ব দেয়ার বিষয়ে কাজ করছে।

গ্রিন জবস ইনিশিয়েটিভ আইএলওর একটি আঞ্চলিক কর্মসূচি। এতে পাঁচটি দেশ অন্তর্ভুক্ত: বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ফিলিপিনস ও শ্রীলংকা। অস্ট্রেলিয়ার সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচিটি আইএলও এবং এই পাঁচটি দেশের সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ। দারিদ্র্য ও পরিবেশের ক্ষতি কমাতে স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে ক্ষমতায়ন করার বিষয়ে কাজ করছে এই কর্মসূচি। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিত করতে সোলার হোম টেকনিশিয়ানদের জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রিন জবসের সঙ্গে কাজ করছে টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় এখন পর্যন্ত এনটিভিকিউএফ লেভেল-১ ও এনটিভিকিউএফ লেভেল-২ কোর্স প্রণয়ন করা হয়েছে যা মূলধারার কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১২ লাখ বাসগৃহে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সংযুক্ত হয়েছে। গৃহভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পল্লী এলাকার পরিবারগুলোর জীবনমানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন এনেছে। শিশুদের শিক্ষার জন্য আলো সরবরাহ এবং সন্ধ্যার পর গৃহভিত্তিক কর্মকাণ্ডে আরো সময় ব্যয় করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এটি। ঘরের ভেতরের বায়ুদূষণ কমিয়ে আনার মানে হচ্ছে আরো স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ।

বাংলাদেশ সরকারের ২০০৯ সালের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনায় জ্বালানি দক্ষতার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস সৃষ্টির বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন ৫১ শতাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ চাহিদার মোকাবিলা করা হবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসের মাধ্যমে এবং এটা সার্বিক দারিদ্র বিমোচনেও অবদান রাখবে।

মানিকগঞ্জের পরিবারগুলো সোলার শক্তি ব্যবহার করছে। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২ ©

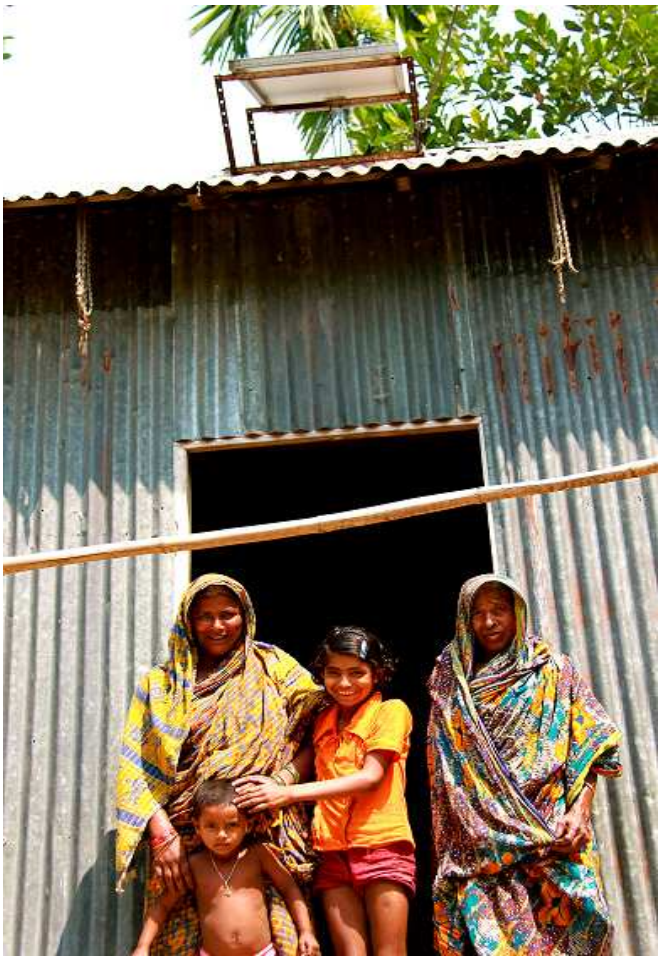

মাষ্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের অবশ্যই পরিবর্তনশীল, দক্ষতানির্ভর প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের (সিবিটিএন্ডএ) সামর্থ্য থাকতে হবে। প্রশিক্ষকদের সক্ষমতাভিত্তিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং এরপর তাদের নিজেদের সক্ষমতাভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ণে সহযোগিতা করছে টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প।

একটি নতুন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডেল তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সিবিটিএন্ডএ-তে সার্টিফিকেট লেভেল-৪ এবং সার্টিফিকেট লেভেল-৫। সুনির্দিষ্ট দক্ষতা মানের ওপর এই যোগ্যতার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে যা সংস্কারকৃত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য একজন শিক্ষক/প্রশিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশ, পাঠদানের নকশা, পাঠদান এবং সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি শিক্ষা বিষয়ক খাতে দক্ষতা অর্জনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই যোগ্যতা সনদে।

নতুন মডেলটি বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষক-কেন্দ্রিক, পাঠদান-নির্ভর

পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক, মিথস্ক্রিয়াশীল ও পারদর্শীতা নির্ভর শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে কাজ করছে। টিভিইটিতে শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই নতুন পরিবর্তন, শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় তাদের সাহায্য করছে। এ পর্যন্ত নতুন মডেলে একশত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সক্ষমতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন শিক্ষকের ভূমিকায় একটি পরিবর্তন আনার কথা বলছে, সেটি হলো- প্রচলিত তথ্যদাতার ভূমিকা পাল্টে শিক্ষা-সহযোগী ব্যক্তি হিসেবে ভূমিকা নেয়া। এটা অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক উদ্যোগের দিকে একটি পরিবর্তন। একটি সক্ষমতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিবেশে, প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক সমান অংশীদার এবং নিজেদের শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় এবং অগ্রগতিতে প্রশিক্ষণার্থীদেরই বেশি দায়িত্ব নিতে হয়।

(ওপরে) সিবিটিএন্ডএ সামগ্রীর উন্নয়ন এবং (নিচে) সিবিটিএন্ডএ-তে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইন্সট্রাক্টর আনোয়ারা সরকার তার দক্ষতা প্রয়োগ করছেন। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ, সান্দ্রা চান, ২০১১ ©

চট্টগ্রামে কেন্দ্রবিন্দুতে পর্যটন

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে এবং সেখানকার দারিদ্র কমাতে একটি কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে দ্রুত স্বীকৃতি পাচ্ছে পর্যটন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণের সহায়ক শক্তি হিসেবে পর্যটনের ভূমিকা বাড়াতে সারাবিশ্বে জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউএনডব্লিউটিও) আইএলও এবং জাতিসংঘের আরো কয়েকটি সংস্থা যৌথভাবে কাজ করছে। পর্যটনকে উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে এই সংস্থাগুলো একযোগে কাজ করবে।

বিশ্বের অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের পর্যটন খাতে আয়, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব উপার্জনের পরিমাণ কম। পর্যটন খাতে টেকসই বিকাশ দেখতে চায় আইএলও এবং বাংলাদেশ সরকার এবং একটি পর্যটন শিল্প দক্ষতা পরিষদ (আইএসসি) সৃষ্টির মাধ্যমে টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প এই কাজটি শুরু করেছে। এই পরিষদ এ খাতে সরকারি ও বেসরকারি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বড় সব পক্ষকে এক জায়গায় নিয়ে আসবে এই খাতকে পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও উন্নয়ন করার জন্য এবং তারা দক্ষতা উন্নয়ন নীতি তৈরিতে, দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে এবং নেতৃত্ব ও পরামর্শ দিয়ে টিভিইটি ব্যবস্থাকে সাহায্য করবে। পরিষদে তিনটি অধ্যায়ও যুক্ত করা হবে; চট্টগ্রামে, কক্সবাজারে ও সিলেটে।

এর মধ্যে মে মাসে চট্টগ্রাম অধ্যায় তাদের প্রথম বৈঠক করেছে চট্টগ্রামের ওয়েল পার্ক হোটেলে এবং সদস্যরা সামনের মাসগুলি নিয়ে খুবই আগ্রহভরে অপেক্ষায় রয়েছেন। অধ্যায়টি খুবই নতুন, টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প পেশাদারী উন্নয়ন কোর্স পরিচালনা করে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যায়টি নিজস্ব কোর্স চালানোর মতো গতি পেয়ে গেছে। অতি সম্প্রতি তারা এক দিনের একটি কোর্স আয়োজন করে চট্টগ্রামের হোটেল পেনিনসুলায়। কোর্সটি ছিল কাস্টমার ফোকাস সার্ভিস এক্সেলেন্স বিষয়ে।

আমি দেখতে চেয়েছি আমাদের উৎপাদন-সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং পাশাপাশি আমাদের সেবাখাতের কর্মীরাও এই প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করুক। প্রত্যেকেই উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং তারা যা নতুন শিখেছে তা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। কিছু ভিন্ন চেহারা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা পাওয়া খুবই সহায়ক এবং যে দক্ষতাগুলো শেখা হয়েছে তা শুধু পেশাদারিই নয় বরং ব্যক্তিগতও বটে। আমাদের মান উঁচুতে ধরে রাখতে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।

জাবের হুদা, ব্যবস্থাপক, মানবসম্পদ বিভাগ
দ্য পেনিনসুলা, চট্টগ্রাম।

ডারউইন থেকে ঢাকা: আইএলওতে অস্ট্রেলিয়ান ইয়ুথ এম্বাসেডর ফর ডেভলপমেন্ট কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতা

অষ্ট্রেলিয়ার লালমাটি ছেড়ে ঢাকার লাল তরকারি, সূর্যাস্তের লাল রং থেকে সেলোয়ার-কামিজের বর্ণিল সৌন্দর্য- ডারউইন থেকে ঢাকা পর্যন্ত আইএলওর সঙ্গে ১২ মাস ধরে কাজ করার এই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। যে মানুষগুলোর সঙ্গে আমি মিশেছি, যে পরিবারগুলোর অংশ হয়েছি আমি এবং যে দলের সদস্য হয়ে আমি কাজ করেছি, তা পৃথিবীকে দেখার আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে পুরো বদলে দেবে। অস্ট্রেলিয়ান ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর ফর ডেভলপমেন্ট (এওয়াইএডি) প্রোগ্রাম অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া দৃঢ় করার লক্ষ্যে কাজ করছে এবং উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তরুণদের নিয়েই এই কর্মসূচি যা অস্ট্রেলিয়ার সরকার, অসএআইডির একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে থাকা ও কাজ করার জন্য দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা হয়।

যখন প্রথম ফোন কলটি আসে তখন উত্তরাঞ্চলের একটি আদিবাসী (অ্যাবোরিজিনাল) সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিলাম। তখন থেকেই আমি জানতাম সামনে একটি উৎসাহব্যঞ্জক বছরের অপেক্ষায় আছি। সাক্ষাৎকার দেয়ার সময়, আমি দ্রুত কয়েকটি তুলনা করেছি-- যে এলাকায় আমি ছিলাম সেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে শূন্য দশমিক দুই জন মানুষ বাস করে এবং যে এলাকায় আমি যাচ্ছি সেখানে বাস করে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৫০জন মানুষ! কাজে যোগ দেয়ার প্রথম দিন থেকেই এই মানুষগুলোর মাধ্যমে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি; বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে অনেক সমস্যা, কিন্তু অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ, তাদের কাছে যা কিছুই দেয়া হোক সেগুলো পরখ করার বিষয়ে উদার এবং খুব কম থাকার পরও অনেক বেশি দেয়ার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে তাদের। টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প দলে আমাকে স্বাগত জানানো হলো এবং দ্রুত তাদের যোগাযোগ উপকরণের উন্নতি করতে এবং পরিবর্তনের অসাধারণ গল্পগুলো জানার জন্য আমি প্রতিটি সংস্কার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে কাজ শুরু করলাম।

প্রকল্পের উজ্জ্বল অংশগুলো নিশ্চিতভাবেই আমি মাঠ পর্যায় থেকে সম্পন্ন করতে পেরেছি -- রাজশাহীতে গিয়ে প্রথম নারী মোটরসাইকেল মেরামত কাজের শিক্ষানবিসের গল্প সংগ্রহ করেছি, চট্টগ্রামে সৌন্দর্য চর্চা খাতের প্রশিক্ষণার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়েছি এবং সাভারে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রথম ব্যাচের উত্তীর্ণ হওয়ার অনুষ্ঠান উদযাপন করেছি। নীচের ছবিটি আমার অন্যতম সুখের স্মৃতি; মানিকগঞ্জে এই শিশুদের সঙ্গে আমার দেখা হয় যারা সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে এবং এখন তারা মোমের আলোর ওপর নির্ভর না করেই পড়ালেখা করতে পারছে।

একজন এওয়াইএডি হিসেবে আমার বছরটি শেষ হলো, তবে আমি আইএলওর সঙ্গে আবার ফিরছি এবং আপনাদের গল্পগুলো বলা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে আশাবাদী। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ! ঈদ মোবারক, আবার দেখা হবে এবং ভালো থাকুন - সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ।

অংশীদারের ওপর আলোকপাত

এই সংস্করণে, টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের অন্যতম অর্থ যোগানদাতা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আমরা। দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশে ইইউর লক্ষ্য নিয়ে আমাদের কিছু জানানোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের প্রধান উইলিয়াম হান্নাকে অনুরোধ করেছি।

বিশ্বে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দাতা গোষ্ঠী হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যারা টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পেরও মূল অর্থায়নকারী। বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন খাত ইইউর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উন্নয়ন সহযোগিতার নতুন অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে *এজেন্ডা ফর চেইঞ্জ* বা পরিবর্তনের এজেন্ডা অনুযায়ী টিভিইটি এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিশেষ করে খুবই ধারাবাহিক কার্যক্রম। কারণ *এজেন্ডা ফর চেইঞ্জ* বা পরিবর্তনের এজেন্ডায় মানব সম্পদের টেকসই ও সমন্বিত প্রবৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব সব জাতীয় নীতিমালার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষ করে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালায় (এনএসডিপি), ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে। এনএসডিপিতে বলা হয়েছে, সরকার, শিল্প খাত, কর্মী ও সুশীল সমাজে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারা এটাকে একটি সমন্বিত এবং জাতীয় ও এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের পরিকল্পিত কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং সম্মানজনক পেশায় কর্মসংস্থানে সব ব্যক্তিকে ক্ষমতায়নের পথ হিসেবে একে দেখা হচ্ছে।

বেসরকারি খাতের উন্নয়নের সঙ্গেও দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি জড়িত, যা ইইউর অন্যতম অগ্রাধিকার খাত। ইউরোপীয় মানে উচ্চ মানসম্মত পণ্য তৈরিতে অনেক দক্ষ কর্মী দরকার। তাই বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের প্রচুর সংখ্যক আধা-দক্ষ ও দক্ষ কর্মী দরকার বিভিন্ন শিল্পখাতের জন্য। এগুলোর মধ্যে আছে জাহাজ নির্মাণ, জুতা তৈরির শিল্প, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সোলার প্যানেল রক্ষণাবেক্ষণ।

(ছবিতে) উইলিয়াম হান্না, বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ান প্রতিনিধি দলের প্রধান

ইউরোপীয় কমিশনের নিজস্ব উন্নয়ন কৌশলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র দূর করা এবং ছয়টি অগ্রাধিকার খাতকে গুরুত্ব দেয়ার মধ্য দিয়ে এটা করা হয়। টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প এগুলোর বেশ কয়েকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার মধ্যে রয়েছে- বাণিজ্য ও উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনীতির নীতিগুলোকে সহায়তা দেয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য গঠন ও সামাজিক সেবা খাতগুলোর সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকে আপনি কি এসব ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি দেখতে পেয়েছেন?

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ ৬% হারে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখছে এবং দারিদ্র উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এই সময়ে ইইউতে বাংলাদেশের রপ্তানি যথেষ্ট গতি পেয়েছে, প্রতি বছর নতুন রেকর্ড অর্জন করছে। ইউরোপ তার রুলস অব অরিজিনে পরিবর্তন এনেছে, যার ফলে শুধু ২০১১ সালে রপ্তানি বেড়েছে ২৮%। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির অর্ধেকের বেশি রপ্তানি হয় এখন ইউরোপে। এটি একটি বড় সাফল্যের গল্প। এর চেয়েও ভালো ফল অর্জনের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন মূল বিষয় হয়ে উঠবে।

গত দুই বছরে দক্ষতা উন্নয়নে অধিকতর আগ্রহ দেখা গেছে, বিশেষ করে ২০১২ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি গৃহীত হওয়ার পর। অনেক উন্নয়ন অংশীদারই এখন দক্ষতা উন্নয়ন খাতে অর্থায়নে আগ্রহী, যাদের মধ্যে আছে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ইউকে এইড), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক, সুইস ডেভলপমেন্ট করপোরেশন, জিআইজেড, সিডা, জাইকা ইত্যাদি...।

অংশীদারের ওপর আলোকপাত

আসন্ন বছরগুলোতে বাংলাদেশের জন্য ইইউর অগ্রাধিকারগুলো সম্পর্কে আমাদের কি কিছু জানাতে পারেন?

বাংলাদেশের ষষ্ঠ-পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতেই আমাদের নতুন কর্মসূচিগুলো গৃহীত হবে। এখানে দক্ষতার উন্নয়ন একটি বড় বিষয়: এসএফওয়াইপির সবগুলো অধ্যায়ে ৩০০ বারের বেশি দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বলা হয়েছে। বেশিরভাগ খাতের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে নতুন উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে যেসব বাধা আসবে সেগুলো মোকাবিলা করার পরিকল্পনা ঠিক করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সবগুলো খাতে কর্মীদের যেসব প্রশিক্ষণ দরকার তাদেরকে সেগুলো কারা দেবে, এবং কারা এর অর্থায়ন করবে? মানসিকতার পরিবর্তন/ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে? সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম, লক্ষ্য, সূচক ও মাইলফলক নির্ধারণের কাজ এখনও বাকি।

ইউরোপে অর্থনৈতিক সঙ্কট চলা সত্ত্বেও ইইউ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে থাকবে বাংলাদেশ। আসন্ন বছরগুলোতে সহায়তার জন্য অগ্রাধিকার খাতগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে, তবে আমরা মনে করি দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টি এক্ষেত্রে বেশ বড় একটি স্থান পেতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সহায়তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এরা। ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতি কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ যদি লক্ষ্য অর্জনে বর্তমানের এই গতিতে এগিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাদেরকে বেশ কয়েকটি সমস্যার দিকে নজর দিতে হবে। ভালো অবকাঠামো তৈরি, দুর্নীতি মোকাবিলা, টেকসই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বের প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী মূল অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান যা কৌশলগতভাবে এদেশের জন্য ইতিবাচক। একটি তরুণ গতিশীল শ্রমশক্তি থাকাটা সৌভাগ্যের বিষয়। ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের জন্য তাদের দক্ষ করে তোলাই সাফল্যের চাবি হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত ইইউ কর্মকর্তারা। ছবি: আইএলও/সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ ২০১২©

আরো অধ্যয়ন

সম্পাদকীয় তথ্য

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্পের প্রধান কারিগরি উপদেষ্টা

আর্থার আর্ল শিয়ার্স

সংবাদ পরিক্রমা সম্পাদক

সারাহ-জ্যান সল্টমার্শ

টিভিইটি সংস্কার প্রকল্প

আইএলও ঢাকা কার্যালয়

বাড়ি ১২, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা

বাংলাদেশ, ১২০৯

ওয়েবসাইট দেখুন:
http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects
এই সংবাদ পরিক্রমার গ্রাহক হতে বা গ্রাহক স্বত্ব বাতিল করতে দয়া করে ইমেইল করুন: **tvetreform@ilo.org**

আইএলও সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা হলো জাতিসংঘের একমাত্র ত্রিপক্ষীয় সংস্থা যেখানে সরকার, চাকরিদাতা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। এই ত্রিপক্ষীয় কাঠামো আইএলওকে বিশেষ এক ফোরামে পরিণত করেছে যেখানে ১৮৩টি সদস্য দেশের সরকার ও অর্থনীতির সামাজিক অংশীদাররা স্বাধীন এবং প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নিয়ে শ্রমের মান ও নীতি নির্ধারণ করতে পারেন।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্পর্কিত তথ্য

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ২৭টি সদস্য দেশের সমন্বয়ে গঠিত, এই দেশগুলো ধীরে ধীরে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কর্মকৌশল নির্ধারণ, সম্পদ ও লক্ষ্য একসূত্রে গাঁথার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরপর একসঙ্গে পঞ্চাশ বছর সময় পার করার পর দেশগুলো পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা, সহনশীলতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেই একটি স্থিতিশীল, গণতান্ত্রিক, এবং টেকসই উন্নয়ন অঞ্চল গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের সফল নারী শিক্ষানবিশ, প্রশিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কগণ। *ছবি: আইএলও ২০১১©*

কপিরাইট © আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১২

নামসহ প্রকাশিত নিবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন ও অন্যান্য লেখার বিষয়বস্তুর দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি লেখকের এবং লেখকের নিজস্ব মতামত, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যালয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না।